Raiyan Knit Composite Ltd. **রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ** হরতকীতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	নীতিমালার নামঃ পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা। **Environment, Health & Safety Policy**
	CODE:EP/1/003
	Revision Date:01/01/2019
	Next Revision date :01/01/2020
এই নীতিমালা কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	জি,এম (প্রশাসন, এইচআর, কমপ্লায়েন্স),ওয়েলফেয়ার অফিসার, কমপ্লায়েন্স অফিসার, মেডিকেল বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ।

১. **ভূমিকাঃ**

রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রমিক ও কর্মীর স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বাংলাদেশ শিল্প ও শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক নিশ্চিতের লক্ষ্যে অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করছে যা "পরিবেশ স্বাস্থ্য ও নিরপত্তা নীতিমালা" নামে পরিচিত হবে। অত্র কোম্পানী'র সকল ইউনিটের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২. **পলিসি স্টেটমেন্ট ঃ**

পরিবেশের সুরক্ষা, উৎপাদন, উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন, উৎপাদনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলি সরাসরি শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তার ও কারখানার পরিবেশের সাথে সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ এ কর্মরত সকলের উন্নত কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কোম্পানী মনে করে যে এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে কোম্পানী আরও মনে করে যে;

২.১ নিরাপত্তার বিষয়ে লাগামসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব দূর করতে একটি সমন্বিত ও অগ্রধিকার ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অপরিহার্য।

২.২ সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানীর সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা ও তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

২.৩ কোম্পানীর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে ফ্যাক্টরীর পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

৩. <u>নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য</u> ঃ রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ বাস্তব সম্মত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করবে;

৩.১ কারখানায় একটি স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৩.২ কারখানা এবং তার সন্নিহিত এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা;

৩.৩ স্বাস্থ্য বিধি/নীতি মোতাবেক সকল শ্রমিক কর্মচারীর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করা;

৩.৪ কারখানার সকল স্ড়রের শ্রমিক কর্মচারীর জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা;

৩.৫ অনাকাঙ্খিত বৈদ্যুতিক/অগ্নি দূর্ঘটনা রোধে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অনুশীলন ব্যবস্থা চালু রাখা;

৩.৬ কারখানার অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল প্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখা;

৩.৭ স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দ্রুত ও কর্মস্থলে পারস্পারিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

৩.৮ ম্যানেজার, সুপারভাইজার, শ্রমিক/কর্মচারী সকলকে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা;

৪.<u>স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতি (Health & Hygiene Policy)</u> ঃ

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভবন সুরক্ষা, হাসপাতাল সুবিধা, ডাক্তারের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা, এ্যাম্বুলেন্স-এর সুবিধাসহ কারখানা সকল স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখা। নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোন উৎস থেকে উত্থিত দূষিত গ্যাস মুক্ত রাখা, প্রতিদিন একবার ঝাড়ু দেয়া, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার, যথাযথ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, প্রতি চৌদ্দ মাসে একবার চুনকাম করা, প্রতি পাঁচ বছরে একবার রং বার্নিশ করা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, যুক্তিসঙ্গত তাপমাত্রা সংরক্ষণ, ধুলা ময়লা এবং ধোঁয়া বের করে দেয়ার ব্যবস্থা, কৃত্রিম আর্দ্র করণ ব্যবস্থা, অতিরিক্ত ভীড় এড়ানো, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, আলোকচ্ছটা নিবারণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা/প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা করা, থু-থু ফেলার পিকদানির ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিতভাবে থাকতে হবে।

৪.১ ভবন সুরক্ষা ঃ শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তার জীবন এবং কোম্পানীর মালামাল ও সম্পদ রক্ষার্থে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট মূল ভবনের বিল্ডিং এপ্রভাল প্যান, ফ্লোর লে-আউট প্যান, বিল্ডিং স্ট্রাকচারাল প্যান ইত্যাদি করিয়ে বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে এবং ফ্লোর মেশিন লে-আউট প্যান অনুসারে বিল্ডিং এর প্রত্যেক ফ্লোরে মেশিন পত্র সেট করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিল্ডিং স্ট্রেন্থ টেষ্ট করাতে হবে।

৪.২ হাসপাতাল সুবিধা ঃ জে. কে. গ্রপ শ্রমিকদের উন্নত স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষেত্রে যে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রত চিকিৎসার জন্য নিজস্ব মেডিক্যালের ব্যবস্থা আছে এবং বিশেষক্ষেত্রে এনাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা আছে যার ভিত্তিতে ফ্যাক্টরী থেকে প্রেরিত কোন অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসা সেখানে করা হবে এবং পরবর্তীতে ফ্যাক্টরী কর্তৃক যাবতীয় বিল পরিশোধ করা হবে।

৪.৩ প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ ফ্যাক্টরীতে প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স রয়েছে এবং প্রতিটি বক্সে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র মজুদ আছে। প্রতিটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে উল্লেখিত ঔষধ পত্রের সাথে তাদের ব্যবহার বিধি লেখা থাকবে। প্রতিটি বাক্সের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসায় পারদর্শী কমপক্ষে ২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথিমিক চিকিৎসক (শ্রমিদের মধ্য থেকে নেয়া) নাম ও ছবি বাক্সের উপরে/সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শিত হবে। ফ্যাক্টরীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে।

৪.৪ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) ঃ কারখানার পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোন উৎস থেকে উত্থিত দূষিত গ্যাস থেকে মুক্ত রাখতে নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ঃ-

(ক) শ্রমিকদের কাজ করার স্থান, সিঁড়ি এবং যাতায়াতের পথ প্রতিদিন পরিস্কার রাখা।

(খ) শ্রমিকদের কাজ করার কামরা প্রতি সপ্তাহে অন্ড়তঃ একদিন পানি ও ভিক্সল দিয়ে কার্যকর প্রক্রিয়ায় পরিস্কার রাখতে হবে।

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়া চলার সময় ফ্লোরের মেঝে ভিজে গেলে এবং পানি যতটুকু নিস্কাশনযোগ্য সে পানি নিস্কাশনের জন্য কার্যকর নিস্কাশন ব্যবস্থা রাখা।

(ঘ) অভ্যন্ড়রীণ সব দেয়াল, পার্টিশন, সিলিং বা ছাদ এবং দেয়ালের উপরিভাগ, চলাচলের পথ এবং সিঁড়ি-রং বা বার্ণিশ করা থাকলে প্রতি বছর অন্ড়তঃ একবার পুনঃ রং বা পুনঃ বার্নিশ করা।রং এবং বার্ণিশ করা থাকলে এবং বর্হিভাগ মসৃণ ও উন্নত থাকলে প্রতি ১৪ মাসে একবার নির্ধারিত উপায়ে পরিস্কার করা। অন্যান্য ক্ষেত্রে, চুনকাম বা রং করে রাখা। চুনকাম বা রং প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্ড়তঃ একবার করে নতুন ভাবে করতে হবে।

৪.৫ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ও তাপমাত্রা#+Ventilation and temperature ,ঃ #

(১) প্রত্যেক কারখানার প্রতিটি কাজের ঘরে নিম্নোক্ত বিষয়ে কার্যকর ও সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঃ পরিস্কার বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা হিসাবে;

(ক) কারখানার চারপাশের জানালা খোলা রাখা।

(খ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকরতা রোধ করা এবং স্বাচ্ছন্দে কাজ করার উপযোগী উপযুক্ত তাপমাত্রার ব্যবস্থা বিশেষত;

- কাজের ঘরের ছাঁদ এবং দেয়াল এমনভাবে এবং এমন মাল-মশলা দ্বারা তৈরী করা যাতে সব সময় তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে।
- যেখানে বিশেষ ধরনের কাজের ফলশ্রুতিতে মাত্রাতিরিক্ত তাপ বৃদ্ধি পেতে পারে সেখানে এমন কার্যকর ও সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহন করা যাতে কাজের ঘর থেকে গরম বাতাস বের হয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য উপযোগী স্বাভাবিক আবহাওয়া বজায় থাকে।
- কারখানার জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং কারখানার প্রতি ফ্লোরে তাপমান যন্ত্র স্থাপন করা।

৪.৬ ধুলোবালি ও ধোঁয়া (Dust and fume) ঃ কারখানায় বিশেষ ধরনের পন্য উৎপাদন পদ্ধতির কারণে, যদি ধূলা-ময়লা জমা হয়ে বা ধোঁয়া বের হওয়ার ফলে এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয় যে, তা শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তবে উক্ত ধুলা-ময়লা জমা হওয়ার বা ধোঁয়া বের হওয়ার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারখানার আবহাওয়া দূষিত করার মত যন্ত্র কেবল খোলা

জায়গায় চালাতে হবে এবং উক্ত যন্ত্র ফ্লোরের ভেতরে যাতে আবহাওয়া দূষিত হতে না পারে সেজন্য সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৭ অতিরিক্ত ভীড় (Over crowding) ঃ (১) কারখানায় কোন কাজের ফ্লোরে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন ভীড় হতে পারবে না এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৮ আলোর ব্যবস্থা (Lighting) ঃ (১) প্রত্যেক কারখানায় প্রতি অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করেন বা চলাচল করেন, সেখানে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা এবং তা সংরক্ষণ করা। কারখানায় প্রতিটি ফ্লোরে আলো ঢোকার জন্য ব্যবহৃত কাঁচের স্বচ্ছ জানালার ব্যবস্থা রাখা। কারখানার নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রতিরোধের জন্য যতদূর সম্ভব বাস্তবসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা রাখা।

৪.৯ পানীয়জল (Drinking water) ঃ (১) অত্র কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক যথোপযুক্ত নির্দিষ্ট জায়গায় সর্বক্ষণ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। খাবার পানি রাখার অনুরূপ প্রত্যেকটি জায়গায় অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় "পানীয়জল" বা " বিশুদ্ধ খাবার পানি" বা "বিশুদ্ধ পান করার পানি" কথাটি লিখে রাখা এবং উক্ত স্থানের ২০ ফুটের কম দূরত্বের মধ্যে কোন ধৌতাগার, প্রস্রাবখানা বা পায়খানা না থাকা নিশ্চিত করা।

৪.১০ পায়খানা ও প্রস্রাবখানা (Latrines and urinals) ঃ

- অত্র কারখানায় শ্রমিকগণের জন্য কারখানায় থাকাকালীণ সকল সময়ে সহজে ব্যবহার করতে পারেন এমন সুবিধাজনক স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা তারা বিনা দ্বিধায় ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে।
- পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকদের জন্য বেড়া দেয়া পৃথক পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা রাখতে হবে। উপরোক্ত পায়খানা ও প্রসাবখানাসমূহে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা এবং বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে। পায়খানা ও প্রস্রাবখানার মাঝখানে খালি জায়গা বা বায়ু চলাচল ব্যবস্থাসহ যাতায়াত পথ ছাড়া শ্রমিকদের কাজের ফ্লোরের সংলগ্ন রাখা।
- প্রস্রাবখানা ও পায়খানা যথোপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ময়লা পরিস্কারক অথবা জীবাণুনাশক অথবা উভয়টি দিয়ে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পায়খানা ও প্রস্রাবখানা সমূহ ইট সুরকি দ্বারা তৈরী করা।
- সকলের জন্য জীবানুমুক্ত সাবান, লিকুইড সাবান, হ্যান্ড-ড্রাইয়ার বা তোয়ালের ব্যবস্থা রাখা। মহিলাদের জন্য কাভার্ড ডাষ্টবিন রাখা।
- পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক কারখানার পায়খানা ও প্রস্রাবখানার সংখ্যা এবং কারখানার স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতা বিধান করা।

৪.১১ পিকদানি (Spittoon) ঃ

(১) প্রত্যেক কারখানায় সুবিধাজনক জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যক পিকদানির ব্যবস্থা এবং তা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা।
২) কোন ব্যক্তি কারখানায় পিকদানি ছাড়া কারখানার আঙিনার মধ্যে থু থু ফেলবেন না। এ বিধান সম্পর্কে এবং এর লংঘনের শাস্তি সম্বলিত নোটিশ কারখানার ভেতরে উপযুক্ত স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টানিয়ে রাখা।

৫. নিরাপত্তা নীতি (SAFETY POLICY)

- ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশের পাশাপাশি ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার যোগ্য বিষয়, এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বিষয় গুলি করণীয় বলে গণ্য করতে হবে।
- অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কারখানায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা আছে যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে।
- ফ্যাক্টরীর আয়তন অনুযায়ী প্রতি ৫৫০ বর্গ ফুটের জন্য একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকবে যে গুলো প্রতি মাসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ফ্যাক্টরীর লক্ষ্যণীয় জায়গায় টানানো থাকবে।
- ফ্যাক্টরীর কাজ চলা কালীন কোন অবস্থাতেই ফ্যাক্টরীর নির্গমন পথ বন্ধ রাখা যাবেনা।
- আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার এ্যালার্ম, গং বেল বাজাতে হবে।
- মাসে অন্ততঃ একবার অগ্নি প্রতিরোধের অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে এই অনাকাঙ্খিত দূর্যোগের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।
- বহিঃগমন পথ ও লেনগুলি লাল রং দিয়ে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- জরুরী বহিঃগমন পরিকল্পনা লিখিত ও স্কেচের মাধ্যমে উল্লেখ যোগ্য জায়গায় টানাতে হবে এবং সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সম্যক ধারনা থাকতে হবে।

- অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তাদের সনাক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা করা।
- একটি সুপ্রশিক্ষিত অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী গঠন করা যাতে ক. অগ্নিনির্বাপক দল খ. উদ্ধারকারী দল গ. নিরাপত্তাকারী দল ঘ. প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী দল ঙ. সংরক্ষিত দল থাকবে।
- কারখানার সকল বহির্গমন দরজা সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে হবে।
- কারখানার সকল শ্রমিক/কর্মচারীকে অগ্নি নির্বাপণ ও অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল দর্শনযোগ্য স্থানে "ধুমপান নিষেধ" স্ট্রিকার ও ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের নম্বর সেঁটে দিতে হবে।

৫.২ PPE-এর ব্যবহার ঃ প্রতিটি শ্রমিককে PPE-এর ব্যবহার বিধি এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে মুখোশ (Musk), কাটিং গ্লোভস, কেমিক্যাল গ্লোভস, গগল্‌স, নিডল গার্ড, আই গার্ড, গামবুট, কেমিক্যাল মাস্ক, মেশিনের পুলি কভার, বেল্ট কভার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৩ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঃ সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদ ভাবে করতে হবে। কোথাও কোন খোলা তার থাকতে পারবে না ইন্সুলেশন টেপযুক্ত তার থাকবে না। কোথাও কোন বাতি ফিউজ হলে তা সাথে সাথে বদলাতে হবে যেন আলোর স্বল্পতা না হয়। মেইন সুইচ বোর্ড গুলি যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো সব সময় **Accessible** (সুগম) রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে কেউ বাধা প্রাপ্ত না হয়। মেইন সুইচ বোর্ডের উল্লেখ যোগ্য সুইচ গুলোর Direction মার্কিং করে রাখতে হবে। মেশিনের সাথে সংযুক্ত তার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক তার এমন ভাবে বিস্তার করতে হবে যেন অপারেটরদের স্বাভাবিক কাজ বাধা গ্রস্থ না হয়। সমস্ত এ্যালার্ম সিস্টেম যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দেয়া অবস্থায় এগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্যাক্টরীতে পর্যাপ্ত আলোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক **Energency Light**-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৪ বিভিন্ন ষ্টোর ঃ ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত ফেব্রিক্স এবং **Accessories Store** সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে হবে। ষ্টোরে বিশেষ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (স্প্রিংলার সিস্টেম) রাখতে হবে। ষ্টোরের র‍্যাক যেন বেশী উঁচুতে না হয়। ষ্টোরে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে না।

৫.৫ যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা (Fencing of machinery) ঃ গতিসম্পন্ন থাকার এবং ব্যবহারের সময় প্রত্যেক কারখানায় নিম্মোক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা দৃঢ় ভাবে ঘিরে রাখতে হবে। প্রধান চালিকাযন্ত্রের প্রতিটি চলমান অংশ এবং প্রধান চালিকা যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ঘূর্ণায়মান চাকা।

নিম্মোক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ নিরাপদভাবে ঘিরে রাখতে হবে।

- ইলেকট্রিক জেনারেটর, মোটর ও রোটারী কনভার্টরের প্রতিটি অংশ।
- যেকোন যন্ত্রপাতির প্রতিটি বিপদজ্জনক অংশ।

শর্ত হচ্ছে, কোন যন্ত্রের কোন অংশ উপরোল্লিখিত বিধি মোতাবেক নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে কিনা অথবা নিরাপদ ব্যবস্থাধীনে সংস্থাপিত হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করার সময় সংশ্লিষ্ট যন্ত্র সঠিকভাবে চালু আছে কিনা তা বিবেচনায় আনা হবে না, বিধি মোতাবেক যন্ত্রটি চালু করা। প্রতিটি সংলগ্ন স্ক্রু, বোল্ট এবং ঘূর্ণায়মান চাকার প্রতিটি চাবি বা পিনিয়ন, শ্রমিক যার সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আছে, অনুরূপ সংস্পর্শে আসা রোধ করার জন্য দৃঢ়ভাবে ঘিরে রাখা ব্যবস্থা করা।

৫.৬ চলামান যন্ত্রের উপরে বা কাছে কাজ করা (Work on or near machinery in motion) ঃ (১) কারখানায় কোন যন্ত্র চালু থাকা অবস্থায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন হলে, অথবা উক্ত পরীক্ষা কাজের ফলশ্রুতিতে কোন মাউন্টিং বা বেল্টের শিপিং বা তেল লাগানো বা অন্য কোন এডজাষ্টিং অপারেশন প্রয়োজন হলে উক্ত পরীক্ষা বা যন্ত্র চালনার কাজ কেবল আটসাঁট পোশাক পরিহিত বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিক দ্বারা করানো এবং তার নাম উক্ত উদ্দেশ্যে রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত রাখা।কোন মহিলা শ্রমিক কে কোন যন্ত্রের কোন অংশ চালু থাকা অবস্থায় সেখানে পরিস্কার করা, তেল লাগানো বা বিন্যস্ত করা বা সংযোজনের কাজ করতে না দেয়া।

৫.৭ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে তরুণ ব্যক্তিদের নিয়োগ (Employment of young persons on dangerous machines) ঃ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদাপদ এবং এসব বিপদাপদ থেকে সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কিত সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ না দেয়া পর্যন্ড় কোন তরুণ শ্রমিককে কোন যন্ত্রে কাজ করতে দেয়া। যন্ত্রের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ না করলে তাকে কাজ করতে দেয়া হয় না।

৫.৮ স্বয়ংক্রীয় যন্ত্রপাতি (Self-acting machines) ঃ কোন ব্যক্তির কাজ করার দরুন বা অন্য কোন কারনে কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পাশ দিয়ে চলাচল করার সম্ভাবনা থাকলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পার্শ্ববর্তী চলাচল পথ আঠার ইঞ্চির (১৮") বেশি প্রশস্ত করা।

৫.৯ নতুন যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দী রাখা (Casing of new machinery) ঃ

- সংস্থাপিত স্ক্রু, বেল্ট বা চাবি, আবর্তনশীল চালক দন্ড, টাকু, চাকা বা দাত ওয়ালা চাকা এমনভাবে গ্রথিত, বাক্সবন্ধ অবস্থায় রাখা যাতে বিপদমুক্ত থাকতে পারে।
- সব যন্ত্রে তীক্ষ্ণ অভিক্ষিপ্তাংশ বা পেঁচানো অংশ বা অন্য কোন দাঁতালো যন্ত্র বা ঘর্ষণ-গিয়ারসমূহ যেগুলো চালু অবস্থায় সবসময় বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না সেগুলো নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

৫.১০ মেঝে, সিঁড়ি এবং প্রবেশপথ (Floors, stairs and means of access) ঃ প্রত্যেক কারখানায় -

- মেঝে, সিঁড়ি এবং চলাচল পথ মজবুত করে নির্মান এবং সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং কখনও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সিঁড়ি, চলাচল পথ ও গ্যাংওয়েতে উপযুক্ত নিরাপত্তা মুলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- শ্রমিকগন যেসব জায়গায় কাজ করে থাকেন সেসব জায়গায় নিরাপদে প্রবেশের জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৬. নীতিমালা সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, অবহিত করণ/যোগাযোগ ঃ#প্রশাসন বিভাগ, কমপ্লায়েন্স টিম ও ওয়েলফেয়ার টিম, ফায়ার ফাইটিং ও নিরাপত্তা কর্মীরা অত্র নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে। মিটিং ও বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রশাসন শাখা এসকল বিষয়ে সকলকে সচেতন করবে। এছাড়াও এই নীতিমালা যাতে কারখানার সব জায়গায়, সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলেই অবগত হতে পারেন তার জন্য পি এ সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোষণা, কারখনার নোটিশ বোর্ড, ব্যানার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৭. বাস্ড়বায়ন কমিটি ঃ কারখানার EHS কমিটি এ নীতিমালার বাস্ড়বায়ন যথাযথ হচ্ছে কিনা তা সময় সময় বৈঠক করে পর্যালোচনা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেবে। এর পরও যদি নীতিমালা বাস্তবায়ন না হয় বা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় দেখা দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য EHS কমিটি কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট প্রস্তাব সুপারিশ পেশ করবে।

৭-ক. **EHS কমিটির' গঠন** ঃ

১.আহ্বায়ক -০১
২. যুগ্ম- আহ্বায়ক -০৪
৩.লিডার/সহ.লিডার -১০
৪.সদস্য -১৫
৫. সদস্য সচিব -০১

৭-খ. **EHS কমিটির' কর্যাবলী** ঃ

১. নিয়মিত সভা আয়োজন করে কারখানার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ ইস্যুর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণ। এ ধরণের সভা নোটিশের মাধ্যমে প্রতি ১ (এক) মাসে কমপক্ষে একবার আয়োজন করতে হবে। জর"রী প্রয়োজনে জর"রী নোটিশ দিয়ে যে কোন সময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
২. কারখানার অগ্নিসহ যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশেণ্ডষণপূর্বক শ্রমিক/কর্মচারীদের সচেতন, নিরসন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা;
৩. সকল ধরণের নিরাপত্তা সমস্যা ও তা নিরসনে/হ্রাসকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪. কর্মস্থলে আহত হওয়া বা অসুস্থ্য হয়ে পড়া রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. দেশের প্রচলিত আইন ও ক্রেতা/বায়ারের চাহিদার সাথে কারখানার পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা;
৬. কমিটির' কোন কোন সদস্যের কি কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করে দেওয়া;
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনার পর তা পর্যালোচনা ও ঝুঁকি এড়াতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা;
৮. নিরাপত্তা চেকলিষ্ট তৈরী করা এবং চেকলিষ্ট অনুযায়ী নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে কি না তা তদারক করা; নিরীক্ষণে প্রাপ্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ড় যে কোন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত হলে তা সমাধান করা;
৯. কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ড় কার্যক্রম তদারকি করিবেন। সকল ধরণের নিরাপত্তার ব্যপারে শ্রমিক/কর্মচারীদের সচেতন করা;
১০. ভবিষ্যতে ফ্যাক্টরীর পরিবেশগত বা অন্যান্য প্রয়োজনে নীতিমালা যথাযোগ্য পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা;

৭-গ. **EHS কমিটির' বিভিন্ন পদাধিকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ঃ

(১) আহ্বায়ক ঃ

* তিনি অন্যান্য যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্যদের মাধ্যমে কারখানা ক্যাম্পাসের সকল পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উদ্ধার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, নির্বাপণ কার্যক্রম, চিকিৎসা, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ইত্যাদি কর্মসূচি সমুহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

* কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে বা সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা বা নির্দেশক্রমে বিশেষ বিশেষ নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বা পরিবেশ রক্ষার বিষয়াদি কারখানায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন।
* দেশের বিদ্যমান আইন-কানুন ও প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে কারখানার উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী হবেন।
* যে কোন ধরনের জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে (ফায়ার সার্ভিস, বিদুৎ অফিস, ব্যাংক, বীমা অফিস, গ্যাস অফিস, কোম্পানীর হেড অফিস ইত্যাদি) যুগ্ম-আহ্বায়ক ও লিডারগণ সংবাদ প্রদান করল কি না নিশ্চিত হওয়া বা স্মরণ করে দেয়া।

(২) যুগ্ম-আহ্বায়ক (গণ)

* তারা কর্তৃপক্ষের, EHS কমিটি'র আহ্বায়ক ও সিনিয়র ম্যানেজারদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে কারখানায় বাস্তবায়ন যোগ্য পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।
* কমিটি'র সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কিনা মনিটর করবেন।
* তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগসমুহে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।
* পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক ব্যবস্থাদি নিশ্চিতকরণ বা বাস্তবায়নের সুবিধা অসুবিধা সময়ে সময়ে আহ্বায়ককে ও কমিটির সভায় অবহিত করবেন।
* অধীনস্থের দ্বারা জনবল ও জানমালের রক্ষা করা।

(৩) লিডার/সহ.লিডার ঃ

* তারা পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক কার্যক্রম কারখানার সকল স্তরে পালিত/অনুসৃত হচ্ছে কি না

তা নিশ্চিত করবে।

* পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ে সকল শ্রমিক/কর্মচারী, দর্শনার্থী, ঠিকাদার সবার সাথে আলাপ আলোচনা ও শেয়ার করবে যাতে সবাই এ সকল বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকে।
* তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

ইহা ছাড়াও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেকশন লিডারগণ নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) সদস্যঃ

*** তারা পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক কার্যাবলী বিচার বিশ্লেষণ, বাস্ড়বায়ন ও নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন;**
*** সকল শ্রমিক/কর্মচারী'র সাথে এ সকল বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন;**
*** নিজে নিরাপদে কাজ করবেন ও অন্যদের তা করতে উদ্ভুদ্ধ করবেন;**
*** নিজের ও আওতাধীন অন্যাদের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক কাজের নিয়মিত মূল্যায়ন ও মনিটর করবেন;**
*** কমিটি'র সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ ও কতৃপক্ষের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।**

৮. উপসংহার ঃ#অত্র প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অত্র কোম্পানী সদা সচেষ্ট।#

স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানুন,সচেতন থাকুন এবং সুস্থ্য সুন্দর জীবন গড়ুন।

প্রনয়নকারী

.....

ইনভায়রনমেন্ট অফিসার

অনুমোদনকারী

.....
(সৈয়দ নাজমুল হাসান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক